নব্য-উকীল।



"মধু লিহ ইব মধু-বিন্দূন্
বিরলানপি ভজত গুণলেশান।"

শ্রীযুক্ত রমানাথ সান্যাল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

হরিনাভি।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেস
শ্রীভুবনমোহন ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

সং ১২৮২ সাল।

বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তক নিম্ন লিখিত স্থানে প্রাপ্তব্য। ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ক্যানিং. লাইব্রেরিতে, শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট; পটলডাঙ্গা—সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, ২৩ নং বাটীতে প্রকাশকের নিকট; ও শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয়ের নিকট।

মফঃস্বলের গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়গণ, উল্লিখিত স্থানে, আপন আপন ঠিকানা এবং পুস্তকের মূল্য ও ডাক মাস্থল এক আনা প্রেরণ করিলে উহা প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরমানাথ সান্যাল।

ব্যক্তিগণ।

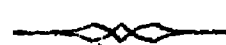
বিনোদ	... ...	উকীল।
নিত্যানন্দ	... ...	বিনোদের পিতা।
ভুবন	... ...	বিনোদের পরিচিত যুবক।
মাধব	... ...	বিনোদের আদালত পরিচিত উকীল।
নফর	... ...	বিনোদের আদালত পরিচিত এক জন দালাল।
হরমোহন ঘোষ	...	ফরিয়াদী।
জৈন উদ্দিন	...	হরমোহনের পক্ষে মোক্তার।
দুর্গাদাস	... ...	হরমোহনের ভ্রাতা।
রামদাস	... ...	নিত্যানন্দের প্রতিবেশী, একজন সামান্য লোক।
নিমচাঁদ দত্ত	...	ডাক্তার বাবু।
মোহনলাল	...	জনৈক ফরিয়াদী।
হরিদাসী	... ...	বিনোদের মাতা
শরৎকুমারী	...	বিনোদের স্ত্রী।

জজ, মাজিষ্ট্রেট, পেস্কার, পেয়াদা, দুইজন পাহারাওয়ালা, মক্কেল, মোক্তার, দর্শকগণ ও কেরাণী ইত্যাদি।

নব্য উকীল



প্রথম অঙ্ক



প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নিত্যানন্দের বহির্বাটীর ঘর।

[নিত্যানন্দ আসীন।]

নিত্য। হরিবোল হরিবোল ! (মালা জপ করিতে২ স্বগত) বিনু আমার ওকালতির লাইসেনী কর্ত্তে গেল, এখনও আস্‌চে না কেন ? বেলাও আর নেই। এই ত সব আপিস অওলারা আপিস করে বাড়ী ফিরে আস্‌চে। আদালত কি এখনও বন্দ হয় নি ? না আমার বিনু এখনও লাইসেনী কর্ত্তে পারে নি ? সে ত হাবা ছেলে নয় ! বোধ হয় কোথায়ও বসে গপ্প কচ্চে। কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ !!

[হরিদাসীর প্রবেশ।]

হরি। হ্যাঁগা বিনু এসেচে ?

নিত্য। না। তাইত এখনও আস্‌চে না কেন!

হরি। হঁ্যা গা উকীলদের কি নাইসেনী কত্তে দেরি হয়?

নিত্য। হঁ্যা হয় নাকি। ঐ সে দিন বিনু বল্‌ছিল যে কোথায় ইষ্টম্বর আপিসে গে ইষ্টম্বর কিন্‌তে হবে। তার পর আবার জজের সই তাইতে নিয়ে কি ডিক্লেরশন দিতে হবে। তা এত কায কি আর অল্প সময়ে হয়?

হরি। আচ্ছা এবারে নাইসেনী কত্তে বিনুকে কত টাকা দিতে হ'লো?

নিত্য। পঞ্চাশ টাকা।

হরি। (সবিস্ময়ে) প—ঞ্চা—শ টা—কা! তা আর বুঝি দিতে হবে না? এই বার দিলেই হ'লো?

নিত্য। হুঁ তাতে হাইকোটের জজেরা খুব! বিনু ব'লছিল এবারে নাকি আবার একটা নতুন হুকুম বার করেছে যে যারা উকীল হবে তাদের প্রতি বছরে পঁচিশ টাকা দিয়ে লাইসেনী কর্ত্তে হবে।

হরি। সবই অনাছিষ্টি! আচ্ছা বিনুর এখন কত টাকা মাইনের কম্ম হবে?

হরি। পাগ্‌লি মাইনে কি? ওকালতির কি মাইনে আছে? না এতে উপায়ের ঠিক্ আছে? তোমার বিনু যটা পাস করে উকীল হয়েছে তেমন উকীল কি আদালতে আছে? ওদের মতন মানুষ আদালতের মধ্যে সর্ব্বা উকীল।

হরি। তবু জিগোস্ করি, বিনু কত টাকা রোজগার ক'র্‌বে ?

নিত্য। এই কোন মাসে পাঁচশ, কোন মাসে সাতশ আবার কোন মাসে বা হাজার বারশ টাকা রোজগার ক'র্‌বে।

হরি। আহা তাই হ'ক্ ! তোমার ত এই দশা দেখ্‌চি। আমার বিনু দশ টাকা না আন্‌তে পালো আর আমাদের সুখ নেই।

নিত্য। প্রথম মাসে কি বিনু অত টাকা আন্‌তে পার্‌বে ? তবে প্রথম প্রথম দুই একশ হবে।

হরি। হ্যাঁঃ তা কি আর একেবারেই কেউ শির ডগায় ওটে ? আচ্ছা যদি এখন বিনু চাক্‌রি করে তবে ওর কি চাক্‌রি হয় ?

নিত্য। এখন ওরা জজ, মেজেস্টার, কালেক্টার, সবই হ'তে পারে।

হরি। আহা বিনু কেন তাই একটা হ'ক্‌না আমি দেখে মরি।

নিত্য। তার আর আশ্চর্য্য কি ? বিনু আমার চাক্‌রিতে রাজি হ'লে এক্ষণি হয়। অমন লোক কি পাগ্‌লি পড়্‌তে পায় ? কোম্পানিতে লুপে নেয়। ওদের কি চাক্‌রি খুঁজ্‌তে হবে, চাক্‌রি ওদের খুঁজে নেবে।

হরি। তুমি কেন তাই ব'লে ক'য়ে বিনুকে রাজি

করাও না? আমার বড় ইচ্ছে করে যে লোকে আমাকে জজের মা বলে।

নিত্য। তা হ'লে পাগ্‌লি বড় মানুষ হবি কেমন ক'রে! বাঁদা মাইনেতে কি লোক বড় মানুষ হয়? আর যদি তোমার বিনু চাকৃরি করে তা হ'লে কি ও হেথায় থাকতে পাবে? কোথায় পাঠাবে তার ঠিক কি? আর উকীলের মান কত? দেখিস আর দশ দিন পরে এ বাড়ীতে সকাল বিকালে লোক ধ'রবে না। আর আপনাদের ত আপদ বিপদ্ আছে, এমন একটা উকীল হাতে থাকলে উপকার কত তাত বুঝিস্‌নে?

হরি। ও মা বিনু হেথা থাক্‌তে পাবে না? তবে এমন চাক্‌রিতে কায নেই।

নিত্য। যা যা এখন বাড়ীর ভিতর যা; আর অত আশায় কায নেই। এখন বিনু বেঁচে বর্ত্তে থাক্ তা হ'লেই আমাদের পরম সুখ। তার পর টাকা রোজগার সে নারায়ণের ইচ্ছে।

হরি। তার আর কথা কি? (নেপথ্যে দৃষ্টি) কেন গা এত দেরি হচ্চে? একবার এগিয়ে গিয়ে দেখ না? (কিয়ৎক্ষণ পরে) বউমার যে বালা জুগাছি বাদাঁ রয়েচে সে জুগাছি খালাস ক'রবার কি হবে? এই ত দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক বচ্ছর হয়ে গেল। সেই ওবচ্ছর অগ্রাণ মাসে বাদাঁ দিয়ে তিরিশ টাকা এনে দিয়েছি আর এ বচ্ছরের প্রা[illegible]-জু তিনমাস হ'লো। এই সুদে আসলে (চিন্তা) প্রায় জুকুড়ী

দুটাকা দাঁড়িয়েচে। এখনও যদি খালাস কর তবে বালা দুগাছি থাকে তা না হ'লে ত যায় দেখি।

নিত্য। ক্ষেপী আমার হাতে কি এখন কিছু আছে? তোমার ত কিছু অজানত নেই। এই দেখ্‌লে ত বিনুর লাইসেন্সীর জন্যে পঞ্চাশ টাকা তিন পয়সা সুদে, সুদু হাতে ঐ ঘোষালদের বাড়ী থেকে ধার করে আনলুম। আর এই দেখ না এক পয়সা বাড়্‌তি সুদ অনর্থক দিতে হ'লো। এক খানা জিনিষ বাঁদা দিলে ত আর তিন পয়সা লাগ্‌ত না।

হরি। তা ত দেখ্‌তে পাচ্ছি। আমার কি আর কিছু আছে? হাতে ত সুদু শাকাই সার করেছি—সবই ত বিনুর লেখা পড়ার জন্যে বাঁদা দিয়েছি। তা আমার যাক্, আমি বুড় মাগী আর এখন গয়না কি পরবো? তবে কি না বিনুর বৌ যে রুলি হাতে দিয়ে বেড়ায় তা দেখ্‌তে পারিনে।

নিত্য। এখন আমি কি কর্‌বো বলো? এও কি আমার সাদ যে আমার বৌমা রুলি হাতে দিয়ে বেড়াবেন? একটু সবুর কর না। বিনোদের এত লেখাপড়া হয়েছে আমাদের কি এ কষ্ট ঘুচ্‌বে না? হরি কি তা কর-বেন না?

হরি। আমিও তাই বলি। আমার বিনু মাসে দুশ একশ আন্‌তে পাল্লেই আবার সব হবে।

নিত্য। (গাত্রোত্থান করিয়া) তবে যাই একটু এগিয়ে দেখি।

[প্রস্থান।]

হরি। (জানালার নিকট দাঁড়াইয়া পথপানে দৃষ্ট ও স্বগত) বিনু আমার বড় দুঃখের ধন। বিনুর জন্যে গয়না বাঁধা দেওয়া জিনিস্ পত্র বেচা—তা আমার এদ্দিনে সাথ্যক হ'লো। বিনু আমার উকীল হয়েছে (ঈষদ্ধাস্য) এই বারে দেখ্‌ব বিনু প্রথমে টাকা এনে কার হাতে দেয়। অনেক জায়গা পড়ে রয়েচে, বাড়ী ক'ল্লে কি কম বাড়ী হয়?—আহা ঘোষালদের বাড়ী খানি কেমন চক মিলন! তাদের বাড়ীর উঠনটী কিন্তু বড় ছোট। সব ঘুঁজি ঘুঁজি ঘর। এখানে পেল্লায় উঠন থাক্‌বে। উকীল্‌রে গাড়ী ঘোঁড়া করে যায়, তা আস্তাবল বাগানের অনেক জায়গা আছে—তিন জন কে?

[প্রস্থান।

[নিত্যানন্দের, বিনোদের উকীল বেশে ও ভুবনের কেরাণী বেশে প্রবেশ।]

নিত্য। তার পর?

বিন। আর সে অনেক কথা—রূষ উচ্ছুগ্‌গু ব্যাপার চালান নিয়ে দশ জায়গায় ঘুরে ঘুরে তার পর ষ্ট্যাম্প পাওয়া গেল। আবার ওখান থেকে জজের কাছারীতে এসে জজের সই নিয়ে ডিক্লেয়ারেসন দিয়ে আস্‌ছি।

ভুবন। কিসের ডিক্ল্যারেসান ?

বিন। তাও জান না ? একখানা কাগজে লিখে দিতে হয় আমি হাইকোর্টে, জজের কোর্টের উকীল ব'লে এনরোল্ড হইচি। আমি কাহারও উপর অসদ্ব্যবহার কি কোন আইনের বিরুদ্ধে কায কর্‌বো না।

ভুবন। তোমাদের এ ডিক্ল্যারেসান দিতে হয় কেন ?

বিন। কেন ? (ঈষদ্ধাস্য) আমাদের কি কম রেসপনসিবিলিটির কায ? আর আমাদের পোজিসন কেমন ? কোর্টের হাত পা হচ্চি আমরা।

নিত্য। তার আর কথা কি। উকীলে যা ব'লবে আদালত ত সেই অনুসারে কায কর্‌বেন। তা আজ তোমার লাইসেনী পাওয়া হয়েছে ?

বিন। হাঁ পেয়েচি।

নিত্য। আদালতের হাব ভাব কেমন দেখ্‌লে ?

বিন। মোকর্দ্দমা বিস্তর। আর ভাল উকীল কৈ দেখ্‌লুম না, ঐ যা আছে তাও আবার সাবেক রকমের।

নিত্য। তা তোমাদের মতন বিএ বিএল ইংরাজি উকীল কি আর অধিক থাকে ? কি বল ভুবন ?

ভুবন। (আস্তে২) হাঁ তা বৈকি।

বিন। আর আমি যা দেখ্‌লুম তাতে বোধ হয় যে দু চার মাসে শদাবধি দেড় শ টাকা হ'তে পারে।

নিত্য। তা তোমাদের হবে না ত হবে কাদের ? যারা নিরেট মূর্খ তারাও মাসে তিন চারশ নিয়ে যায়, অরা

তোমরা ত এত লেখা পড়া শিখেছ। ভাল, এ কথাটা যে হঠাৎ বল্যে? কেন কোন রকম সকম দেখ্‌লে নাকি?

বিন। হঁ্যা আজ একজন লোক এসে আমাকে তার একটা মোকদ্দমার কথা জিজ্ঞাসা ক'চ্ছিল।

নিত্য। (সহাস্যে) মোকদ্দমাটা কি তুমি নিয়েছ?

বিন। না আমি দুই কারণে নিলুম না, প্রথমতঃ তার ত আপিলের কোন গ্রাউণ্ডই খুঁজে পেলুম না। দ্বিতীয়তঃ ভাব্‌লুম যে সবে এই আমার প্রথম যদি হা'র হয় তবে কি অখ্যাতি কুড়বো?

নিত্য। তা বেশ করছ বাবা। তারা দিতে চেয়েছিল কি?

বিন। টাকার আমি কোন কথাই কই নি, কারণ আমার টাকা চাইতে কেমন লজ্জা করে।

নিত্য। বাবা, আসল কাযে লজ্জা; যা'হক তাতে আমি তোমাকে কোন দোষ দিই নে। প্রথম প্রথম অমন সকলেরি লজ্জা হয়ে থাকে।

ভুবন। বিনোদ বাবু! আপনি এত দিন কোন কায কর্ম্ম কর্ত্তেন?

বিন। কায কর্ম্ম কি?

ভুবন। মাষ্টারি কি কোন আফিসে?

বিন। আফিসে? কেরাণী গিরি? ছোঃ নন্‌সেন্স! কেরাণী গিরির মাথায় সাত জুত মারি। বড় পয়জ্জাঙ্গি কায! বরং মাষ্টারী কায দু চার দিনের জন্যে কর্ত্তে পারি

যদি অনেক মাইনে হয়। ওকালতি আর ডাক্তারির মতন কি আর কায আছে? এতে কত স্বাধীনতা! কত মনের সুখ!!

ভুবন। (স্বগত) ভাই আসল জিনিস টাকা। টাকা না হ'লে কিছুতেই সুখ নেই। (প্রকাশ্যে) বলি বি এ পাসের পর কি এত দিন ব'সে ছিলেন?

বিন। ব'সে থাকব নাত কি করবো? তা বলে ত্রিশ চল্লিশ টাকার মাষ্টারী কি কেরাণীগিরি কর্ত্তে পারিনে।

নিত্য। (ভুবনের প্রতি) তুমি এখন কটাকা মাইনে পাও?

ভুবন। ত্রিশ টাকা।

বিন। এ ত্রিশ টাকায় তোমার চলে? দেখ আমাদের আদালতে দেখ্‌লুম যে সেখানকার দালাল মোক্তার গুলো মাসে মাসে পঞ্চাশটে টাকা রোজগার করে। তা তুমি কেন কেরাণীগিরি ছেড়ে মোক্তারী আরম্ভ কর না?

নিত্য। (ভুবনের প্রতি) তা মন্দ কি? তোমরা বেশ দুজনে এক সঙ্গে কায কম্ম ক'রবে। আমি জানি অনেক লোক মোক্তারী ক'রে বড় মানুষ হয়ে গিয়েছে।

ভুবন। আমি তা পারিনে। কারণ একটা কর্ম্মে নিযুক্ত আছি সেটাকে হটাৎ ছেড়ে দেওয়া ভাল নয়।

বিন। তাতেই ত বাঙ্গালীর এত দুরবস্থা। বাঙ্গালীর সাহস কোথা? তাদের স্বাধীন হবার কোন চেষ্টা

আছে কি? এই এত অল্প টাকার চাক্‌রিও ছাড়্‌তে পারে না।

নিত্য। বিনু এখন তবে কাপড় ছাড়গে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

জজের আদালতের সম্মুখে আম্রবৃক্ষ তলা।

[মাধব ও বিনোদ শামলা কক্ষে আসীন।]

বি। আপনি হেথা কত দিন প্র্যাক্‌টিস্ ক'চ্চেন?

মা। প্রায় দেড় বৎসর।

বি। এর মধ্যে কতগুলি মোকদ্দমা প্লীড্ করেচেন?

মা। সে কথায় আর কায কি?

বি। বলেন কি!

মা। কেন আপনি কি দেখ্‌তে পাচ্যেন না? আপনার হেথায় কত দিন হ'লো?

বি। প্রায় তিন মাস।

মা। এর মধ্যে ক টা কেস্ পেয়েচেন?

বি। পাওয়া দূরে থাক, কেউ ফিরেও জিজ্ঞাসা করে না।

মা। তবে আর বিস্মিত হ'চ্ছেন কেন?

বি। আচ্ছা আপনি এই দেড় বৎসরের মধ্যে কত টাকা রোজগার করেছেন!

মা। কারুর সাক্ষাতে ব'লবেন না যেন, সবে মাত্র আটটি টাকা। একটা চাকরের মাইনেও নয়। তা ভাই সে দুঃখের কথা আর ব'লবো কি।

বি। তাইত ভাই আর ত গাড়ীভাড়া দিতে পারিনে।

মা। এখনি আপনার মুখে এই কথা! তা হ'লে আমরা দাঁড়াই কোথায়? এ ত সবে কলির ভোর।

বি। আপনার ঐ আট টাকা কেমন করে হয়েছিল?

মা। হায় হায়! মক্কেলের ফয়সলা বার ক'রে দিয়ে আর সনক্ত ক'রে।

বি। আমি আগে ভাবতুম যে তিন চার মাসের মধ্যে শয়েক দেড় টাকা রোজগার কর্ত্তে পারবো। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি বছরের ভিতর গাড়ী ভাড়া পোষাণ ভার।

মা। চার মাস! চার বছরে হ'লে বাঁচি!

বি। সাবেক উকীলরে ত মোকদ্দমা ছাড়া নেই দেখি?

মা। শুদ্ধ পশার! পশার!! পশার!!!

বি। আমাদের কি অদৃষ্ট! সর্ব্বস্ব নষ্ট করে লেখা পড়া শিখে এই আম তলায় বস্‌তে হ'লো! (অতর্কিতে শামলা ভূমিতে স্খলন ও তাহা কুড়াইয়া লইয়া) আর ভাই আমাদের এই পাগড়ীটে যেন "গোদের উপর বিষফোড়া" হয়েছে! এটা যদি সঙ্গে না থাকত তা হ'লে দু কোশ হাঁট-

লেও ক্ষতি ছিল না, বা আমতলায় মাটীর উপর বস্‌লেও লজ্জা ছিল না।

মা। আপনার ত দেখছি এখনও ভারি মানের ভয় আছে! তবেই আপনি ওকালতি করেচেন!! অভিমান ছাড়ুন। এ আপনার কালেজ নয়। এখানে কত লাথি খেয়ে মানুষ হতে হয়। বলি আপনার হাতে মোক্তার কি কোন জমীদার আছে?

বিন। জমীদার মোক্তার কোথায় পাব? যত দিন কালেজে ছিলুম তত দিন কি অহঙ্কারে কারু সঙ্গে আলাপ করেছি! এখনও দেখুন না, যারা আমাদের মত ব্রট্‌ আপ হয় নি তাদের সঙ্গে কথা কৈতে ঘৃণা ও অপমান বোধ হয়।

মা। তবে কিছু কাল ভেরেণ্ডা ভাজুন গে।

[মাধবের প্রস্থান।]

বিন। (করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া স্বগত) হায়! যদি উকীল হয়ে এমন ক'রে শামলা বগলে গাছতলায় গাছতলায় ফিরতে হবে জান্‌তুম তা হ'লে কি আমি এ প্রোফেসনে আস্‌তুম? সেই দশটার সময় এসে অবধি রৌদ্রে ঘুরে ঘুরে তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্চে। কেউ ভুলেও একবার নিকটে ব'স্‌তে বলে না। সঙ্গে এমন অধিক পয়সাও নাই যে দু পয়সার জলখাবার খাই। আমি যখন কালেজে ছিলুম তখন ভাবতুম্‌ যে বুঝি ওকালতিতে কতই সুখ আছে! কিন্তু এখন সেই সুখ

সমস্তই মরীচিকাবৎ হ'লো! বাড়ীতে সকল আত্মীয় বন্ধুগণ উপার্জ্জনের কথা জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু তাদের কাছে মিথ্যা-কথা কইতে কইতে জিহ্বা কঠোর হয়ে গেল! উঃ কি পরিবর্ত্তন! জগৎ কি কঠিন! এমন করে কত দিন আর যাওয়া আসা কর্‌বো? পিতা মাতা আমার রোজগার খাবেন বলে হাঁ করে রয়েচেন। হা ধিক্! আমাকে শত ধিক্!! উঃ কত লোক আমার দিকে তাকিয়ে কি বল্‌তে বল্‌তে যাচ্চে।

[একজন মোক্তারের প্রবেশ।]

মো। কি মশাই! এক্‌লা ব'সে কি কচ্চেন?

বি। গাছতলায় বসে হাওয়া খাচ্চি। মোক্তার মশাই আপনাদের এসে আশ্রিত হলুম দুই একটা মোকর্দ্দমা দিন্ না।

মো। দেবো বৈ কি, আর কিছু দিন জানবিত হ'ন না। আর কি জানেন, এখন মামলা বড় কম। দেখতে পান না প্রায়ই হাত গুড়িয়ে বসে থাকি?

বি। আপনার ত হাতের ফুরসৎ কখনই দেখিনে। এই দেখ্‌লুম দশটা থেকে কতগুল ওকালত নামায় কবুল লিখিয়ে নিয়ে গেলেন।

মো। (হাস্য করিয়া) হাঃ, সে সব মোকর্দ্দমা কি আমাদের হাতে আসে? সে মক্কেলরা নিজে এসে উকী-[illegible] দিয়ে যায়।

বি। তা মশাই একটু অনুগ্রহ কর্‌বেন।

মো। (হাস্য করিয়া) মশাইরে সব বড় লোক। আপনাদের অনুগ্রহে আমরা আছি, আমরা আর আপনাদের কি অনুগ্রহ করবো? আপনারা বিএ বিএল। বাপ্‌রে, বড় লোক! তা আচ্ছা, এবারে যখন হাতে মোকর্দ্দমা আস্‌বে তখন আপনাকেই দেবো।

বি। মশাই আমি টাকা কড়ি কিছু চাই নে, আমার নামটা ওকালত নামায় দেবেন।

মো। হয়েছে কি জানেন মশাই, মক্কেলে যে উকীলের নামটী করে সেই নামটী দিতে হয়। তা আচ্ছা, এই বারে যত ওকালত নামা হবে সকলেতেই আপনার নাম দেবো।

[মোক্তারের প্রস্থান।

বি। (স্বগত) হায়, ওকালতি কি অধর্ম্ম! আমি যে টাকা এই লেখা পড়া শিখ্‌তে খরচ করেছি সে টাকা যদি এখন সুদে খাটিয়ে খাওয়া যেত, তাহলে আর এমন করে এক্তেজারি কত্তে হ'তনা। এই কাজে এসে যাদের সঙ্গে কথা কইতে ঘৃণা বোধ হয় তাদের পায় ধরে একটা মোকদ্দমার জন্য খোসামোদ কত্তে হচ্চে। সেদিন আমি স্বকর্ণে শুনলুম্ একটা লোক বল্‌তে বল্‌তে যাচ্চে যে "বাপ্‌রে উকীলের গাঁদি মেরেচে, ঝেঁটিয়ে ফেল্লেও ছিড়েন মরে না"—হায় এ সকল কথা গুলোও শুন্‌লে আবার দুঃখের উপর দুঃখ বাড়ে। যে বিএ বিএল্ পূর্ব্বে কত সমাদৃত হ'তো এখন তাদের কি দুর্দ্দশাই হয়েচে!

[অন্য এক জন মোক্তারের প্রবেশ]

মো। কি মশাই বড় রোদ্দুর লেগেচে তাই গাছতলায় বসে রয়েচেন ?

বি। আর কি করি, কি সময় পড়েচে দেক্‌চেন ত।

মো। তার আর কথা কি ? এই দেকুন এই ওকালতি আগে যত ভাল কায ছিল এখন তেম্‌নি হেক্‌ থুঃ হয়েচে। উকীল আর এখন পায়ে ঠেলা যায় না। আর কেমন করেই বা মোকদ্দমা পাওয়া যায় বলুন ? মক্কেলের চেয়েও উকীলের সংখ্যা অধিক দাঁড়িয়ে গেচে। বলেন কি, এখন টাকায় চার্‌টে করে উকীল, যে উকীলকে পূর্ব্বে খোসামোদ করেও পাওয়া যেতনা। আর কেনই বা এমন না হবে ? বছর বছর এমন দুচারশ করে উকীল বেরুলে কি আর উকীলের মান থাকে ?

বি। মোক্তার মশাই, প্রায় তিন চার্‌ মাস হ'লো আপনাদের চরণাশ্রিত হয়েচি তা এক বারও ত দয়া কত্তে দেক্‌লুম না।

মো। মোকদ্দমা কোথায় যে আপনাকে দেব ?

[মোক্তার গমনোদ্যত]

বি। মশাই রাগ কোরে চল্লেন যে ? আচ্ছা একটা বন্দোবস্ত করি আসুন না, যত মোকদ্দমা হবে আপনার অর্দ্ধেক আর আমার অর্দ্ধেক।

মো। অর্দ্ধেক ত আমাদের আর আর উকীলের সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে। [মোক্তার গমনোদ্যত]

বি। মশাই শুনে যান্, মশাই শুনে যান্, আচ্ছা আপনার্ বার আনা আর আমার চার্ আনা।

মো। (প্রত্যাবর্ত্তন) আচ্ছা দেখা যাবে। কাল এক জন ছানির দরখাস্ত কত্তে আস্‌বে বলেচে, সেইটীই না হয় আপনাকে দেওয়া যাবে।

[মোক্তারের প্রস্থান।

বি। (স্বগত) আদালতে কি ভদ্রতা নাই? এখানে কি কাহারও মনে দয়ার লেশ নাই, সকলেই কষাই? আমি এই মোক্তারটীর সঙ্গে যেমন মোকদ্দার কথা কয়েচি অম্‌নি ও পেচন ফিরে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু আবার যেমনি টাকার কথা কয়েচি অমনি যেন কত বশীভূত। আমার এই এত অল্প দিন প্র্যাকটিসে শুদ্ধ এই জান্‌তে পার্‌লুম্ যে আদালতে অর্থ ভিন্ন কেহ কারুরই নয়, যে পরম বন্ধু সেও এই আদালতের সীমার মধ্যে এলেই পরম শত্রু হয়। আরও এখানকার লোকের এই দেখতে পাচ্চি যে ভ্রাতা কিম্বা পিতা পর্য্যন্ত কোন মোকদ্দমার কথা কইতে এলে এরা বোধ হয় ভাল ক'রে কথা কয় না। হায়, সংসারের কি বিচিত্র গতি! আমার পঠদ্দশা মনে হ'লে এখন তাকে স্বর্গ তুল্য বোধ হয়।

[মাধবের পুনপ্রবেশ]

মা। কি মশাই এখনও বসে রয়েচেন?

বি। আর এ রৌদ্রে কোথায় টো টো করব? আপনি এতক্ষণ কোথা ছিলেন?

মা। থাক্‌বার কি আর চুলো আছে? এই একবার একটা চক্‌কর্‌ দিয়ে এলুম।

বি। কিছু গাঁথ্‌তে পাল্লেন?

মা। আদত ঠোকরায়ই না, তা আর গাঁথব কি। আপনি অমন করে ব'সে থাকেন কেন? আমাদের মতন ঘুরে ঘুরে বেড়ান, বসে থাক্‌লে কে আপনাকে চিন্‌বে, আর কেই বা জিজ্ঞাসা করবে?

বি। আর ভাই ভাল লাগেনা। আজ মশাই তুটো মোক্তারকে হাত করিচি।

মা। কি ক'রে?

বি। মিষ্টি কথা বলে, তা তারা স্বীকার হয়ে গেচে এইবারে আমাকে মোকদ্দমা দেবে।

মা। (হাস্য করিয়া) তাদের কথায় আপনি বিশ্বাস করেন? ওদের ঐ রকম রীত,—কখনও কাহাকে "দেব না" বলে না। আমাকেও মোক্তাররা এই দেড় বৎসর দে'বো দে'বো কচ্চে, কিন্তু কখনওত একটা দিতে দেখ্‌লুম না। এই আপনাকে একটা সার কথা বলে দিই, যে যতক্ষণ না টাকা হাতে পাবেন ততক্ষণ কাহাকেও বিশ্বাস কর্‌বেন না,—টাকা পেলেই নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন। মোক্তারদের কথাতেও বিশ্বাস কত্তে আছে? ওরা কি কম ধূর্ত্ত? ওরা কাহারেও চটাতে চায় না—এই আপনার সঙ্গে এত হেসে কথা কচ্চে, কিন্তু সুযোগ পেলেই আপনার মুখের আহারটী কেড়ে নিয়ে নিজের গালে ফেলে দেয়। মশাই তুঃখে

কথা বল্‌ব কি—আমি সে দিন আমার একটী আলাপী লোকের আপীল রুজু কর্‌বার জন্য তাকে বাড়ী থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এলুম—কিন্তু সে লোকটী আদালতে যাই এসেচে, অমনি একটা মোক্তার এমনি তারে ভোগা দিয়ে হাত করে নিলে, যে সেই মক্কেলটী ওই মোক্তারের উকীল দিয়ে আপীল রুজু কল্লে। আমার গা তখন রাগে গস্ গস্ কত্তে লাগ্‌লো—কি করব তখন সবে নূতন এসেছি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলুম—তা ভাই মোক্তারদের রোগারির মধ্যে যেন্ পড় না। 'আমি সকলকেই চিনিচি' ওরা সেই ঈসপ্স ফেব্‌লের শৃগাল—সিংহকে ফাঁকি দিয়ে আপনারা শিকারের উত্তম মাংস ভক্ষণ করে।

বি। হুঁ—এত টাকা খরচ করে চার্‌টে পাশ না হয়ে এর চেয়ে যদি কাণে একটা কলম গুঁজে মোক্তারি কত্তুম তা হ'লে এত দিনে কত টাকা রোজগার হ'তো।

মা। তার আর সন্দেহ কি, মোক্তারদের কি কম লাভ? আমাদের উকীল ভায়ারা বা কি পান? মোক্তারেরাই মক্কেলের রস টুকু চুসে নেয়, তার পর সিটেটা কেবল উকী-লরা চিবিয়ে মরেন। আমি এমন অনেক ইন্‌ষ্ট্যান্স্ জানি যাতে মোক্তাররা মক্কেলের সঙ্গে একটা মোকদ্দমা খরচ বাদে, দশ টাকা কি বার টাকা ফুরণ করেছে, তারপর সেই মোক্তার এসে, উকীলকে মক্কেলের দুঃখের হাল জানিয়ে তাঁর সঙ্গে দু টাকা কি চার্ টাকা ফুরণ কল্লে, আর বাকী টাকা আপনি গপ্পায় দিলে। আবার ফের উকীলের কাছথেকে অর্দ্ধেক কি

দশ আনা রকম নিলে। উকীল ভায়া কি কর্বেন মোক্তা-রের শঠতা জান্তে পাল্লেও তারে চটাতে পারেন না কারণ তার হাতে মরণ বাঁচনের কাটী। তা মশাই যদি আমাদের মোক্তার সহায় থাকৃত তাহলে কি এমন হয়ে মাথার সত্ব পায়ে পড়ে? আর দুঃখ কল্লে কি হবে এখন আসুন—

বি। কোথা যাবেন বসুন না—আরও আপনার সাক্ষাতে দুই একটা দুঃখের কথা কয়ে প্রাণটা জুড়াই।

মা। দুঃখের কথা আর কি কবেন মাথা আর মুণ্ডু—

বি। আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা করি মুন্সেফের আদালতে গিয়ে প্লীড্ কল্লে হয় না?

মা। মশাই যেথায় যান পসার জমাতে না পাল্লে কোথাও সুখ নাই।

বি। তা বটে—কিন্তু আবার মুন্সেফের আদালতে প্র্যাকৃটিস্ কত্তেও লজ্জা হয়, কারণ হাকিম হয়ত বিএল কি এল্ এল্ আর তাঁর উকীল বিএল্!

মা। হুঁঃ, টাকার কাছে আর লজ্জা—

বি। অদৃষ্টে যে কত কষ্ট ও অপমান আছে তার আর ঠিক নাই, হায়রে নূতন বিএলদের আর ত্রিকুলে আহা বলবার কেউ নেই—হাইকোর্ট অবধি তাদের উপর বিমুখ হলেন! কোথায় হাইকোর্টের উকীল হব, না পাশ হয়ে জজের কোর্টে আস্তে হ'লো—আবার হেথায়ও তেম্নি সুখ; মোক্তারদের খোসামোদ কত্তে কত্তে প্রাণ বেরিয়ে গেল—এর পর হয়ত মুন্সেফের আদালতেও নাম্তে হয়, সেথায়ও

যে কি হবে তা কে বল্‌তে পারে—শেষে "অপরস্বা কিং ভবিষ্যতি"—হায় হায় মত্তে কেন উকীল হতে গিছলুম!

মা। আচ্ছা, হাইকোর্ট, আপনাদের হাইকোর্টে যাওয়া বন্ধ কল্লেন কেন?

বি। হাইকোর্টই জানেন—শুন্‌তে পাই নাকি, যে হাইকোর্টের উদ্দেশ্য এই যে আধুনিক বিএল্‌গণ নিম্ন আদালতে গিয়ে প্লীড করুক তাতে তাদেরও উপকার আছে আর আদালতেও সুবিচার হবে। আচ্ছা মশাই তাই যেন হ'লো—আমরা এখনকার বিএল্, আমরা যেন কলেজ থেকে দুটো হাত নিয়ে বেরিয়েছি আর আমাদের পূর্ব্বের বিএল্‌রা যেন চার্‌টে হাত নিয়েই বেরিয়েছেন—তা বলে আমাদের আবার সর্ব্বত্র প্লীড কত্তে দিলেন না কেন? যে জেলায় এন্‌রোল হতে হবে সেই জেলাতেই থাক্‌তে হবে—জজের কাছ থেকে ট্রান্সফার না নিলে আর অন্য জেলায় যাবার যো নাই বলুন দেখি একি আমাদের কম নিগ্রহ? এ যেন হাত পা বেঁধে কূপের মধ্যে ফেলে দিয়ে বলা হচ্যে "এখন ঝেড়ে ওঠ।" আরও আমাদের যেমন পসার তাত দেখ্‌তেই পাচ্চেন—যদি কালে ভদ্রে একটা মোকদ্দমা অন্য জেলাতে পাই তাও আবার যাবার যো নাই। আর যারা হাইকোর্টে বিএল উকীল আছেন তাঁরা অনায়াসে যেথায় ইচ্ছা সেথা যেতে পাচ্চেন—অবারিত দ্বার, যত আঁটা সাঁটি এই আমাদের বেলায়?

মা। হাঁ—হাইকোর্ট যদি আপনাদের হাইকোর্টে যাওয়া বন্ধ নাও কত্তেন—আর যেমন কাল পড়েছে—তাতে উকীলরা আপনা হতে সেখান থেকে ভেগে পড়ত। আমার বোধ হয় অত কঠিন নিয়ম করা তাঁদের ভ্রম হয়েচে।

বি। আরও শুনুন, জ্বালার উপর জ্বালা—আবার হুকুম হ'লো যে আধুনিক উকীলদের বৎসরান্তে পঁচিশ টাকা দিয়ে লাইসেন্স নিতে হবে। কেন, আমাদের ঘরে কি টাকা ধরে না, চিরকাল যুগিয়ে এলুম আবার এখনও যোগাতে হবে? যে সকল হাইকোর্টের বিএল, মফঃসলে ওকালতি কচ্চেন তাঁরা বিনা লাইসেন্সে প্লীড্ করবেন, আর আমরা কি চারদিকেই চোর দায়ে ধরা পড়িছি? যখন উকীলরা গবর্ণমেণ্ট হতে মোকদ্দমা মামলার বিশেষ সাহায্য কিছুই পাচ্চেন না তখন যে তাদের মধ্যে কতকগুলি লাইসেন্স দেবেন, আর কতকগুলি দেবেন না এ কেমন ধারা নিয়ম?

মা। তা ত সবই জানি এই অবস্থায় সম্বৎসরে পঁচিশ টাকা হওয়া ভার। গত সনে ত আমি ঘর থেকে টাকা এনে লাইসেন্স নিলুম—আর হাইকোর্টের একুইটী বুঝে-ওঠা ভার তাঁদের উপর ত' কারুর কথা কইবার সাধ্য নাই, যা দয়াকরে করেন তাই ভাল। আমার বোধ হয় এর মধ্যে কোন না কোন ভাল উদ্দেশ্য আছে তা না হলে হাইকোর্ট এমন সকল নিয়ম কেন করবেন? তাঁরা ত আর অন্যায় কায করবেন না।

বি। হাইকোর্টের একুইটী হাইকোর্টেই থাক। মশাই বলেন কি, এসব কথা বল্‌তে গেলে কান্না পায় আমরা বিলম্বে পাশ হয়েচি বলেই কি আমরা একেবারে সমস্ত সুবিধা থেকে বর্জ্জিত হব?

মা। কেন হাইকোর্ট ত আপনাদের একেবারে হাই-কোর্টে যাওয়া বন্ধ করেন্‌নি চার বৎসরের পর ত আবার যেতে পারবেন—তখন আবার সমস্ত সুবিধাই পাবেন।

বি। সেদিকেও আবার একটু খোঁচ দিয়ে রেখেচেন।

মা। কি?

বি। চার বৎসরের পর যদি জজ সার্‌টিফাই করেন যে এ ব্যক্তি হাইকোর্টে প্র্যাক্‌টিস্‌ কর্‌বার উপযুক্ত পাত্র তাহলে হাইকোর্টে যেতে পার্‌বেন—তা না হলে নয়—তা যে রকম অবস্থা দেখ্‌ছি এতে জজের সার্টিফিকেট্‌ নিতেও পার্‌ব না আর যাওয়াও হবে না।

মা। আচ্ছা তবে কেন হাইকোর্ট প্লীডরের কাছে আর্টিকল্‌ড্‌ হ'ন গে না, তা হলে ত দু বৎসরের পরই হাইকোর্টে যেতে পার্‌বেন।

বি। মশাই তা আর এখন পেরে উঠিনি অর্থের খেঁচ হয়েছে।

মা। তবে আপনি এও চান, ওও—চান; দুদিক্‌ কেমন করে হবে?

বি। কেন এ নিয়মটী না হ'লে ত দুদিক্‌ই বজায় থাক্‌ত

মা। তা এখন যা হবার হয়ে গেচে তার জন্য ছুঃখ কল্লে কি হবে?

[দ্রুতবেগে রামদাসের প্রবেশ]

বি। (দৃষ্টি করিয়া) রামা যে রে, এত দৌড়ে কো'থেকে?

রাম। (হাঁপাতে হাঁপাতে) আপনাকে শীগ্‌গির করে বাড়ী যেতে হবে—

বি। (ব্যাকুল ভাবে) কেন্‌রে? কি হয়েচে?

রা। বাড়ীতে বড় বিপদ—

বি। বিপদ?

রা। বড় বিপদ আপনি শীগ্‌গির এস।

বি। ভেঙ্গে বল্‌না—কারুর ব্যারাম হয়েছে কি?

রা। কত্তাকে বেঁধে নে যাচ্চে।

বি। (ব্যাকুল ভাবে) কে?

রা। এই সার্জ্জন পাহারোলা।

বি। কেন?

রা। কর্ত্তা-একটা মানুষ-খুন করে ফেলেচে।

বি। (সোদ্বেগে) মানুষ? খুন হয়ে গেচে?—কাকে?—চল্‌ চল্‌।

[রামার ও বিনোদের শামলা-কক্ষে প্রস্থান।]

মা। (স্বগত) উঃ কি ভয়ানক! মানুষের যে কখন কি বিপদ ঘটে বলা যায় না। বেলা ত অপরাহ্ণ হ'লো

আর বাড়ী যাবার সময় ও হয়েছে দেখ্‌ছি—আস্তে আস্তে বাড়ী যাওয়া যাক্।

[শামলা চাদর দিয়া ঢাকিয়া লইতে লইতে মাধবের প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিনোদের শয়ন ঘর।

[বিনোদ বাবুর উকীলবেশ পরিধান করিতে করিতে প্রবেশ]

বি। (স্বগত) রোজ রোজ আর রৌদ্রে কর্ম্মভোগ কত্তে পারি নে কিছুই ত হয় না। দূর হ—আজ যাব না—একটু শো'য়া যা'ক্—লোকে নয় কর্ম্মস্থলে গিয়ে দু টাকা রোজগার করে—আমি না বিছানায় শুয়ে আজ টাকা রোজগার করি। তবু ছ'গণ্ডা পয়সারও সাশ্রয় হবে। (শামলা লইয়া বিছানার উপর নিক্ষেপ ও বিরক্ত ভাবে) এ আবার একটা বিষম গের হয়েছে। এ নিয়ে দু পা পথে চলবারও যো নাই। আমাদের মত লোকের উকীল হওয়াই ঝক্‌মারি। বাড়ীর গাড়ী থাকে, বাপের অগাধ বিষয় থাকে তবেই এসব কায এখন শোভা পায়। লোকে আর কত দিন ঘরের খেয়ে বনের ম'ষ তাড়াতে পারে! যাব কি? যাই কি না যাই—নাই ভাল। (বেশ উন্মোচন ও প্রকাশ্যে)—ওগো কে আছ হোথা? আমায় একটা পান

দিয়ে যাও—বড় গা বমি বমি ক'চ্চে। (একখানা পুস্তক খুলিয়া শয্যায় শয়ন)।

নেপথ্যে। বউ মা একবার যাও, বিনু কি চাচ্চে দেখে শুনে দাও গে।

বি। কৈ গো এখনো দিলে না? দূর হ বেলা হয়ে গেল।

নেপথ্যে। ও বউমা শীগ্‌গির করে যাও। আগে দিয়ে এস—ওঠো।

নেপথ্যে। দাঁড়াও না কুট্‌নাটা কুটে যাচ্চি।

বি। কারুরি বুঝি হুঁস নেই? দূর হ'গ্যে আজ আর যাব না—

নেপথ্যে। ওগো যাও, ব'ল্লে কথা শোন না কেন?

[শরৎকুমারীর প্রবেশ]

শর। কেন কি চাই বল! শুয়ে পড়েছ যে? বেরবে না?

বি। আর এত বেলায় বেরিয়ে কি করবো গিয়ে! এখন কি আর মোকদ্দমা পাব? দেখ দিকি সাড়েদশটা—বেজে গিয়েছে—আমার জন্যে কি আর মক্কেলরা এত বেলা পর্য্যন্ত মোকদ্দমা নিয়ে বসে রয়েছে? (ঈষদ্ধাস্য করিয়া) এখন একটা পাণ দেও—

শর। উঃ ভারি ত কাযের ভিড়, "বড় ত বিয়ে তার আবার দুপায়ে আল্‌তা।" এই এত দিন বেরুচ্চ কৈ কখনও ত একটা পয়সাও চকে দেখ্‌তে পেলুম না। ধর এই পাণ নাও—

বি। (তাম্বুল গ্রহণ)

শর। এখন বেরও। ওঠো—এখনো যে শুয়ে রৈলে? বড়যে বেলা হ'লো বেলা হ'লো ব'লে পানের জন্যে তাড়া লাগাচ্ছিলে—নাও ওঠো।

বি। (আলস্য ভাঙ্গিয়া) আজ আর পারি নে যে'তে।

শর। তা হবে না যেতেই হবে। (মস্তক ধরিয়া উত্তোলন ও বিনোদের পুনঃ শয়ন) ওকি রোগ হ'লো তোমার মাঝে মাঝে কামাই কর কেন? ঠাকুর বুঝি তোমাকে এত নেকাপড়া শেখালেন কুনো হয়ে বসে থাক্‌তে?

বি। বড় গা বমি বমি কচ্চে।

শর। তা বুঝিছি, এখন বেরবার ভয়ে কত কি হবে। ভালাঃ, রকম দেখ্‌লে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়। (গমনোদ্যত)।

বি। (সহাস্যে) শরৎ, শুনে যাও শুনে যাও।

শর। (প্রত্যাবৃতা) কি?

বি। বেরিয়েই বা আর কি করবো? কিছুত হয় না।

শর। নাই হ'ক তা ব'লে সব' দেখ্‌তে শুন্‌তে হয় না?

বি। দেখ্‌বার আর আছে কি? যা দেখ্‌বার তা আমি ছু দিনেই বুঝে নিইছি, এখন আর টাকা না পেলে মিছে মিছি যাওয়া আসা ভাল লাগে না।

শ। কেন যারা আছে তাদের কি হচ্চে না?

বি। তাদের যে হচ্চে তার কারণ তাদের জমিদার মোক্তার সহায় আছে। আমার কে আছে?

শর। তুমিও কেন তাই ক'র না? ঐ না মুকুয্যেরা জমীদার? তা ওঁদের কাছে একবার যাও না।

বি। আমি কি আপ্নি যেতে পারি? তা হলে কি মান থাক্বে? বল্বে কি যে এমনি উকীল, সে'ধে মোকদ্দমা নিতে এসেছে। একজন কেউ আগে ব'লে দেয় তা হলে যেতে পারি।

শর। হ্যাঁ তা যাবে কেন? এদিকে যে কোণের ব'উ কেবল আমাদের উপর আস্ফালন কত্তে পার।

(একখান কাগজ হস্তে নিত্যানন্দের প্রবেশ ও শরতের ঘোমটা দিয়া প্রস্থান)

নিত্য। দেখত বিন্নু এটা কিসের সমন? (কাগজ প্রদান)।

বি। (উঠিয়া গ্রহণ) এ কে দিয়ে গেল?

নিত্য। একটা পেয়াদা।

বি। (পাঠ করিয়া) এ যে দেখ্চি মুখুয্যেরা আপনার নামে দেনা পাওনার নালিশ করেছে।

নিত্য। দেখ আবার গ্রহের উপর গ্রহ। একটা ভ ফৌজদারি মোকদ্দমা সম্প্রতি হাতে, আবার এই একটা উপস্থিত। বলি ফৌজদারি মোকদ্দমাতে কি আর কোন ভাল উকীলকে সঙ্গে নেবে?

বি। আবার কাকে নেব ? একলাই রক্ষা নাই ভারি ত মোকদ্দমা—মারপিটের বৈত্ নয় ?

নিত্য। বলি তোমরা নতুন, যদি আপ্‌নার মোকদ্দমা বলে ভয় খাও, তা হলে সব নষ্ট হবে।

বি। যদি অন্য উকীল দেন তা হলে আমি এ মোকদ্দমায় থাক্‌ব না—আমরা বি এল থাক্‌তে তারা যে সওয়াল জবাব ক'রবে তা আমাদের প্রাণে সবে না।

নিত্য। না-না-আমি তা বলচি নি। তবে ডাক্তার উকীলে এমনি করে থাকে। আপনাদের দায় পড়লে তারা অপরকে ডাকে।

বি। আপনি যদি বলেন তা হলে সেই কোর্টেরি একটা মোক্তারকে না হয় সঙ্গে নেব এখন।

নিত্য। সে বেশ কথা—

[নিত্যানন্দের প্রস্থান]

বি। (স্বগত) এই মোকদ্দমাতে কি ব'লবো ? যদি নজিরের ব'ই খানাও থাক্‌ত তা হ'লে তাই নয় উট্‌কে পাট্‌কে দেখা যেত। তাও আবার নেই। এ ওকালতি কাজ কি গরীবের ছেলের পোষায় ? এতে অগাধ পড়তে হয় আর অগাধ না পড়লেও ভাল উকীল হয় না। তা এত ব'ই কেনবার টাকা কোথায় ? এই একখানা ডাইজেষ্ট কিনিবারই ত্রিশ টাকা যুঠে উঠে না। আর আমাদের যা পড়া শুনা আছে তাত কিছুই নয়। তাও আবার এই দুঃখের জ্বালায় তিন চার মাসের মধ্যে একবার উল্টাইনি,

বোধ হয় সব ভুলিই গেছি। পেনাল কোড খানা কোথায়? (অনুসন্ধান করিয়া) সে খানাও যে দেখতে পাচ্চিনি। হারিয়ে গেল কি? দেখি দিকি ওঘরে যদি থাকে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

আদালতের সম্মুখ।

[নফর ও একজন মক্কেলের প্রবেশ]

নফ। তার কাছে কেন যাচ্চ? সে মোকদ্দমা মামলার কি ব'ঝে? সে সবে নতুন এসেছে বৈত নয়! তার হাতে দিয়ে কি মামলাটী হারাবে? যদি ভাল চাও আমার সঙ্গে এস। আমি তোমাকে এমন উত্তম উকীল কম টাকায় করে দ'ব যে তুমি তার বক্তৃতা শুনলে আশ্চয্যি হয়ে যাবে।

ম। আমাকে একটী লোক ব'লে দিলেন যে তিনি আদালতের সেরা উকীল।

নফ। (হাস্য করিয়া) রাধা মাধব! সেত দেখছি তোমাকে আচ্ছা দম দিয়েছে। দেখ আমরা এই আদা-

লতে কর্ম্ম কায ক'রে বুড় হয়ে গেলুম। আমরা, যে উকীলের যে গুণ যেমন জানব, অপর লোকে কি তেমন জানতে পারে? দেখ বাপু আমি বলছি তার কাছে যেও না। গেলে নিশ্চয়ই হারতে হবে। আর আমি যাঁকে বলছি তাঁকে দিলে মোকদ্দমাটী নিশ্চয়ই আপীলে ফির্‌বে।

ম। তা মশাই আমি অত্যন্ত গরীব যদি কিছু কম জম ক'রে হয় তা হ'লেই বাঁচি।

নফ। কমে হবে না? হবে বৈকি। তবে ওকালত নামাখানা লিখে ফেলি?

ম। ফেল্‌বেন—কিন্তু—উকীল বাবুকে কি দিতে হবে সেটা একবার ব'লে দি'ন।

নফ। সে আমি তোমার কমে ক'রে দ'ব তার জন্য ভাবনা নেই। তবে ওকলাতনামার স আট আনা পয়সা দাও দিকি এক পয়সার একখান কাগজ আর আট আনার একখান কোর্ট ফিস কিনে আনি।

ম। (মুদ্রা প্রদান)

[বিনোদের প্রবেশ।]

বি। কি নফর বাবু কি কচ্চেন? (নিকটে গমন)

নফ। এই এঁর একটা মোকদ্দমা আছে তাই আপনাকে দেবার কথা ব'লছি।

ম। (নফরকে) এই উকীলের কথা বল্‌ছিলেন?

নফ। হ্যাঁ। ইনি বড় সামান্য উকীল নন এঁর হাই-কোর্টের পাস। বাবু আমাদের সব ক'টা পাস করেছেন

আর এঁর মতন লেখা পড়া জানা উকীল এ আদালতের মধ্যে কেউ নেই। লিখতে প'ড়তে সওয়াল জবাব কত্তেও যেমন, বক্তৃতা কত্তেও তেমনি। বাবু আমাদের চারি দিকে তোয়েরি।

বি। (গম্ভীরভাবে) মোকদ্দমাটা কি?

নফ। মুন্সেপ্ বাবু এঁর একটা দাবি ডিস্‌মিস্ করেছেন তাই তাঁর রায়ের উপর আপীল করবেন ব'লে এসেছেন।

বি। (মক্কেলকে) রায় ফয়সালা ঠেঁয়ে আছে? কৈ দেখি।

ম। (বিনোদকে খানকতক কাগজ প্রদান)

নফ। তা বাবুত তোমার মোকদ্দমা নেবেন এখন তোমার ঠেঁয়ে কি আছে বল দিকি?

ম। তিনটী টাকা আছে। তা থেকে আপনাকে স আট আনা দিইছি।

নফ। কুল্যে তিনটী টাকা? (হাস্য) তবে মোকদ্দমা ক'র্‌বে কি করে?

ম। তা মশাই আরত কিছু আনিনি আর ঠেঁয়েও নেই।

নফ। ঐ তিনটী টাকা কি খরচা ছাড়া?

ম। না, সব শুদ্ধ।

নফ। (হাস্য করিয়া) এর থেকে খরচাইত যাবে ন'সিকে। তার পর বাবুই বা কি নেবেন আর আমার লেখাই বা কি পাব? (বিনোদকে) দেখুনত মশাই কত টাকার মোকদ্দমা।

বি। কুড়ি টাকার।

নফ। তবেত দেখচি কোর্ট ফিস যাবে দেড় টাকা, ওকলাত নামা স আট আনা আর আমার লেখাই চারি আনা। আর বাকী থাকে পোণে বার আনা, তবে উকীল ফিসের কি হবে ?

ম। ঐ পোণে বার আনা এখন উকীল বাবু নিন, তার পর কাল কি প'রশু এসে আবার দু টাকা দ'ব।

নফ। (বিনোদকে) কি বলেন মশাই।

বি। (গম্ভীরভাবে) দু টাকার কম ওকলাত নামা সই কত্তে পারিনে।

ম। (হাত যোড় করিয়া) মশাই এখন ঐ নি'ন তার পর আবার ত এনে দ'ব বলছি।

বি। (গম্ভীর ভাবে) অত কমে আমরা সই করিনে। আমরা চার আনির উকীল নই। যারা পারে তাদের কাছে যাও।

ম। (হাত যোড়) আচ্ছা মশাই; ঐ পোণে বার আনা আপাতক আপনার পাণ খাবার ব'লে দিচ্চি।

নফ। (বিনোদকে) এ দিকে আসুন। (উভয়ে কিঞ্চিৎ দূরে গমন।)

নফ। (আস্তে আস্তে) ও ত বলছে যে ওর ঠেঁয়ে আর কিছু নেই, তা কেন মক্কেলটা হাত ছাড়া হয়ে যায়। যা পাওয়া যায় তাই লাভ আর বল্‌ছেত যে কাল দুটাকা এনে

দেবে। তা যদি এনে দেয় তবে ওর আপীল রুজু করা যাবে তা না হলে তিন টাকাই লাভ।

বি। আচ্ছা।

নফ। (মক্কেলের নিকটে গিয়া) দেখ বাপু, বাবুত কখন রাজী হবেন না, তা আমি অনেক ব'লে ক'য়ে ওঁর মন অনেক নরম করেছি, কিন্তু কা'ল টাকা আন্‌তে চাওই। এখন কি আছে দাও দিকি। (হস্ত প্রসারণ)

ম। (মুদ্রা প্রদান।)

নফ। ওহো ভাল কথা মনে পড়েছে! কাল দুটাকা সমন খরচা এনো।

ম। যে আজ্ঞে। তবে আমি এখন আসি।

[মক্কেলের প্রস্থান]

নফ। এই মশাই ছ'আনার পয়সা নি'ন।

বি। (চারিদিকে তাকাইয়া পয়সা গ্রহণ ও পকেটে নিক্ষেপ।)

নফ। সে দিনের সেই রামলাল, মোহন লালের মোকদ্দমাটার কি হ'লো?

বি। ডিক্রি হয়েছে। আর আসামীরে তার পর দিনেই টাকা আমানত করে গেছে।

নফ। আমাদের টাকা গুল কি আদায় হবে না?

বি। আমাদের টাকা কোথায় যাবে? যেমন করে পারি আদায় করবই।

নফ। (নেপথ্যে দৃষ্টি ও উচ্চৈঃস্বরে) ওহে শুনেযাও।

[অন্য একজন মক্কেলের প্রবেশ।]

কি গো ভাল আছ ত? আর যে দেখ্‌তে শুন্‌তে পাই নি। এখানে আবার কি দরকার?

ম। মশাই আপনাকে যেন চেন২ ক'চ্চি। আপনি—

নফ। আমাকে চিনতে পারছ না? সেই আর একবার তোমার একটা মোকদ্দমাতে আমি সব লিখে পড়ে দিই।

ম। আজ্ঞে তবে হবে, আমার কিছু মনে পড়ছে না—সে অনেক দিন হয়ে গেছে। মশাই একবার দেখুনত এ চিটীর উপর কোন্ উকীলের নাম লেখা রয়েছে। (নফরকে লিপি প্রদান)

(বিনোদ ও নফরের লিপি দর্শন।)

নফ। (স্বগত) এত দেখ্‌চি বনমালী ঘোষ উকী-লের নাম লেখা রয়েছে। (প্রকাশ্যে) তা বেশ হয়েছে এই উকীল বাবুরই চিঠি। তা তোমার মোকদ্দমাটা কি বল দিকি শুনি?

ম। কোন মোকদ্দমা নেই, তবে কি না আমার একটা ডিক্রিজারি কত্তে হবে। মুন্সফি আদালত থেকে সব নথি এ আদালতে চালান হয়েছে। তা এখানে এক খানা দরখাস্ত কত্তে হবে।

নফ। আচ্ছা ভাল কথা, খরচা দাও।

ম। (মুদ্রা দিয়া) আমি তবে কাল আস্‌ব।

[মক্কেলের প্রস্থান]

ঝি। কি ক'ল্লেন মশাই! কার চিটি আপনি নিলেন?

নফ। আপনি চুপ করুন। এমন না ক'ল্লে কি কখন টাকা রোজগার হয়? এখানে যুধিষ্ঠির হ'লে চলে না। এখন আসুন একবার ঘুরে ফিরে দেখি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মাজিষ্ট্রেটের এজলাস।

কয়েদী বাক্সে নিত্যানন্দের—ফরিয়াদীর—মেজিষ্ট্রেটের বিনোদের—জৈন উদ্দীনের—পেস্কারের—পেয়াদার ও দর্শক গণের যথা স্থলে অবস্থিতি।

পেস্কার। (দণ্ডায়মান হইয়া দরখাস্ত পাঠ)

মহামহিম সাং ধনপুরের শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব বরাবরেষু

আসামী	ফরিয়াদী	অকুবের দিন চার্য্য
শ্রীনিত্যানন্দ মজুমদার।	শ্রীহরমোহন ঘোষ।	২০ নবেম্বর—৩২০। ২২ ধারা

নিবেদন এই যে আসামী মজকুরের বাটীতে আমি গত ৩ অগ্রহায়ণ মোতাবেক ইং ২০ নবেম্বর বাঁধা কপি বিক্রয় করিতে যাওয়ায় ও আসামীর সঙ্গে দরে চুক্তি না হওয়ায়

আমি তাহার হস্ত হইতে কপি কাড়িয়া লওয়ায় উক্ত আসামী আমাকে প্রথমে গালি গালাজ করিয়া পা হইতে খড়ম খুলিয়া আমার রগে প্রহার করাতে রগ ফাটিয়া গেল অনন্তর আমার প্রাণ সঙ্কট হওয়াতে পুলিসের লোক আসিয়া আমাকে হাঁসপাতালে লইয়া গিয়াছিল সেখানে একুশ দিনের অধিক দেহের কষ্টে শয্যাগত হইয়া আপন পেবা চালাইতে সম্পূর্ণ রূপে অক্ষম হইয়াছিলাম। অতএব হুজুরে দরখাস্ত করিয়া প্রার্থ্যেৎ এই যে উচিত বিচারের অনুমতি হয় ইতি।

মাজি। পেয়াডা।

পি। খোদাবন।

মাজি। ফরিয়াডিকো হলপ ডাও।

পি। বল " আমি প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক "

হর। " আমি প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক "—

পি। " কহিতেছি যে, "

হর। " কহিতেছি যে— "

পি। " এই মোকদ্দমায় যে এজাহার দ'ব "

হর। " এই মোকদ্দমায় যে এজাহার দ'ব "

পি। " তাহা সব সত্য "

হর। " তাহা সব সত্য— "

পি। " সত্য বই "

হর। " সত্য বই— "

পি। " মিথ্যা হইবে না "

হর। "মিথ্যা হইবে না।"

বি। (মাজিষ্ট্রেটকে) হুজুর আসামীর তরফে আমাকে উকীল হ'তে অনুমতি হয়।

জৈন। হুজুর তা হ'তে পারে না। কারণ ওঁর ওকালতনামা দাখিল হয় নি।

মাজি। আচ্ছা আগে ডাখিল কর।

বি। নফর বাবু শীঘ্র ক'রে একখান ওকালতনামা লিখে আনুন্ ত।

[নফরের প্রস্থান।]

জৈন। (হরমোহনকে) তোমাকে কে মেরেছিল?

হর। ঐ উনি (নিত্যানন্দের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ)

জৈন। কবে?

হর। তেস্‌রা অঘ্রাণ।

জৈন। কেন মেরেছিলেন?

হর। আমি বাঁদা ক'পি বেচ্‌তে গিছলুম, তাই ওনার সঙ্গে দরে চুক্তি না হওয়াতে আমি ওনার হাত থেকে কপি কেড়ে নিলুম। তাই পাকে রেগে মাল্লেন।

জৈন। রক্ত বেরিয়েছিল?

হর। বেরিয়েছিল।

নফরের ওকালতনামা লইয়া পুনঃপ্রবেশ
ও বিনোদ কর্ত্তৃক দাখিল।

পেস্কার। (বিনোদকে) কৈ বাবু, কবুল লিখ্‌লেন না?

বি। (শশব্যস্তে ওকালতনামা গ্রহণ ও তেড়া বাঁকা অক্ষরে নাম লিখন)

নফ। ভয় খাবেননা, হাত কাঁপচে যে? একটু ধীরে সুস্থিরে লিখুন।

বি। যে তাড়াতাড়ি। (ওকালতনামা পুন র্দাখিল ও দাঁড়াইয়া ফরিয়াদিকে জেরা) ক দিয়ে মেরেছিলেন?

হর। খড়্ম দিয়ে।

বি। কোন্ পায়ের? বাঁ পায়ের না ডা'ন পায়ের?

হর। ডা'ন পা'র।

বি। তুমি যে ব'ল্লে রক্ত পড়েছিল, তা কতখানি রক্ত বেরিয়েছিল?

হর। কত খানি রক্ত বেরিয়েছিল তা কি আমি পো ধরে মাপ্‌তে গি'ছি? আমার গ'ার কাপড় সব ভিজে গেছ্‌ল।

মাজি। বাবু, এ টোমার কেমন জেরা?

বি। হুজুর তা, না হ'লে ফরিয়াদীর ভিরেসিটি আদালত কেমন ক'রে টের পাবেন?

মাজি। আচ্ছা খুব জেরা কর।

বি। (হরমোহনকে) আচ্ছা মার খেয়ে তুমি কি কল্লে? পালালে?

হর। পলাবার কি জো ছিল যেমন মাল্লেন অমনি মাথাঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলুম।

বি। তার পর কি কল্লে?

হর। আমি আর কি ক'র্‌বো। তার পর কখন আমাকে হাঁস পাতালে ধরাধরি করে নেগেছে, তা আমি জানিউ নি।

বি। কে নিয়ে গিছ্‌ল?

মাজি। (বিরক্ত ভাবে) এমন প্রশ্ন কেন জিগেস্ ক'চো? কে নে গিছল ও কেমনে জান্‌বে? (হর-মোহনকে) টুমি নেবে যাও। (আসামীকে) টুমি ফরি-য়াডীকে মেরেচিলে?

নিত্য। (হাত জোড়) হুজুর আমি—

বি। (নিত্যানন্দকে) তুমি চুপকর তোমার যা বল-বার তা আমি বলছি। (মাজিষ্ট্রেটকে) হুজুর আসামীর প্লী হ'চ্চে নট্ গিল্‌টি।

মাজি। আসামী যা ব'লচিল টা টুমি ওকে ব'ল্‌টে ডিবে না। (পেস্কারকে) ফরিয়াডীর গাওয়া ডাক।

পেস্কার। হুজুর, ডাক্তার বাবুর এক'খানা রেপোর্ট্ এখানে আছে, যদি অনুমতি হয় তবে পেস হয়।

মাজি। (পেস্কারকে) ডক্টার ইখানে হাজির আছে?

পেস্কার। হুজুর।

মাজি। বোলাও।

পেস্কার। নিমচাঁদ ডাক্তার।

[পিয়াদার প্রস্থান।]

নেপথ্যে। নিমচাঁদ ডাক্তার হাজির, নিমচাঁদ ডাক্তার হাজির।

[ডাক্তারের সহিত পিয়াদার পুনঃ প্রবেশ]

নিম। (হলফ্ পাঠ)

জৈন। আপনার নাম কি ?

নিম। শ্রী নিমচাঁদ দত্ত।

জৈন। আপনার পেষা ?

নিম। গবর্ণমেণ্ট হাঁসপাতালের ডাক্তার।

জৈন। আপনার হাঁসপাতালে এই লোক ছিল (হর-মোহনের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ।

নিম। হাঁ ছিল ?

জৈন। কতদিন ছিল ?

নিম। তেইশ দিন।

জৈন। আপনার কাছে কবে যায় ?

নিম। বিশএ নবেম্বর।

জৈন। এ কি হেঁটে গিয়েছিল ?

নিম। না, একে পুলিসের লোকে পাল্কি ক'রে নিয়ে যায়।

জৈন। তখন একে কেমন দেখেছিলেন ?

নিম। অজ্ঞান।

জৈন। তখন এর অজ্ঞান হবার কারণ কি ছিল ?

নিম। ক্রানিয়মে সক্ লাগার দরুণ।

জৈন। আঘাতের কোন চিহ্ন ছিল ?

নিম। টেম্পোরাল্ মাস্ছেলে একটা ডীপ ইন্সিশন দেখেছিলুম। আরও এক্স্টারন্যাল ক্যারাটিডের যে

পোষ্টীরিয়ার ব্রাঞ্চ টেম্প্ল্ বোন্কে সাপ্লাই ক'চ্চে তার রপ্চার হয়েছিল।

মাজি। Was the wonnd dangerous to life Babu?

নিম। Certainly, your worship.

মাজি। How far did the incision extend?

নিম। About two inches, your worship, commencing from just above the anterior root of the Zygomatic process and extending upwards and posteriorly over the capuamous portion. Sq.

মাজি। (বিনোদকে) Have you any thing to ask, Babu?

বি। No, your worship.

মাজি। (নিমচাঁদকে) Go you then, Babu.

জৈন। হুজুর আর একটী সওয়াল ক'ত্তে অনুমতি হয়।

মাজি। কি?

জৈন। এই তেইশ দিনের মধ্যে ফরিয়াদী আপন পেষা চালাইতে সক্ষম ছিল কি না?

মাজি। আচ্ছা।

নিম। না।

[নিমচাঁদের প্রস্থান।]

মাজি। (পেস্কারকে) আর কোন গাওয়া আছে? ডাক।

পেস্কার। দুর্গাচরণ ঘোষ—

[পিয়াদার প্রস্থান]

নেপথ্যে। চরণ ঘোষ হাজির, চরণ ঘোষ হাজির।

[দুর্গাচরণ ও পিয়াদার পুনঃ প্রবেশ।]

দুর্গা। (হলফ্ গ্রহণ)

জৈন। তুমি ফরিয়াদী হরমোহন ঘোষকে চেন?

দু। চিনি, ধর্ম্ম অবতার।

জৈন। তুমি, যখন আসামী ফরিয়াদীকে মারে তখন তুমি ছিলে?

বি। হুজুর এ কো'শ্চেন আপত্তি যোগ্য।

জৈন। কেমন ক'রে?

বি। এর দ্বারা আসামীকে চিনিয়ে দেওয়া হ'চ্চে—

মাজি। (জৈনকে) আচ্ছা, এ প্রশ্ন জিগেশ করা হবে না।

জৈন। হরমোহনের মারপিটের বিষয় কিছু জান?

দুর্গা। (হাতযোড় করিয়া) জানি, ধর্ম্মঅবতার—

জৈন। ফরিয়াদীকে কে মেরেছিল?

দুর্গা। ঐ উনি (নিত্যানন্দকে নির্দ্দেশ।)

জৈন। উনি হরমোহনকে কবে মেরেছিলেন?

দু। ধর্ম্ম অবতার, সে অনেক দিন হয়ে গেল। তেস্‌রা কি চৌট অগ্রাণ।

জৈন। কেন মেরেছিলেন?

দুর্গা। ধর্ম্ম অবতার, হরমোহন ওঁনার হাত থেকে কপি কেড়ে নি্ছল ব'লে।

জৈন। রক্ত বেরিয়েছিল ?

দুর্গা। তা আমি দেখিনি হুজুর। মিছে কথা কেন ব'লব ?

বি। (উঠিয়া) রক্ত বেরিয়েছিল কি না তা তুমি দেখ নি ?

দুর্গা। না। তার পর দেখ্লুম যে ওনার কাপড় রক্তে ভেষে গেছে।

বি। কেন দেখনি ? তখন ত তুমি সেথা ছিলে।

দুর্গা। আমি ওনাকে মাত্তে আস্‌তে দেখে ভয়ে পালালুম।

বি। তুমি সেথা কেন গিছ্লে ?

দুর্গা। আমরা দুজনে কপি বেচ্‌তে গিছ্লুম।

বি। তুমি ফরিয়াদীর কে হও ?'

দুর্গা। ভাই হই, ধর্ম্ম অবতার—

বি। তাই বুঝি ভায়ের জন্যে সাক্ষী দিতে এসেছ।

দুর্গা। হুজুর, ভাই ব'ল কি সাকক্ষী দিতে এইচি ? আমাকে তলব হয়েছে তাই এইচি।

বি। কিসেরবাড়ি মেরেছিলেন ব'ল্‌তে পার ?

দু। খড়মেরবাড়ি।

বি। কোন্ পায়ের খড়ম ?'

দুর্গা। হুজুর, তা এত কে মনে করে রেখেছে।

নিত্য। হুজুর ফরিয়াদী আমাকে গাল্ দিছ্‌ল কি না জিজ্ঞাসা করা হয়।

বি। আচ্ছা হরমোহনকে আসামী কি সুদু সুদুই মাল্লে? কোন গালি গালাজ হয় নি কি?

দুর্গা। হুজুর ক'পি দরে চুক্তি হ'লো না বলে ঐ উনি বল্লেন (নিত্যানন্দকে নির্দ্দেশ) দিবিনি বেটা? দিয়ে যা। তাইতে হরমোহন ওনার হাত থেকে ক'পি কেড়ে নিয়ে ব'ল্লে যে, তোমাদের মত বামুন অনেক দেখিছি, তোমার কোন পুরুষে ক'পি খেয়েছে? তাইতে উনি, তবেরে ব্যাটা—"আমার কোন পুরুষে খায়নিক" বলে মাত্তে এলেন। ধর্ম্ম অবতার, শুদ্ধ খানি এই কত্তাটী হ'য়ে ছ্যাল।

মাজি। "টোমার কোন পুরুষে গভি খেয়েছে" কেন, এটো ভাল কঠা ব'লেছে—Has any male member eaten cabbage.

বি। (মাজিষ্ট্রেটকে) হুজুর আর আমি কিছু জিজ্ঞাসা করবো না।

মাজি। (দুর্গাকে) যাও।

[দুর্গার প্রস্থান।]

(নিত্যানন্দকে) টোমার কোন গাওয়া আছে?

নিত্য। ধর্ম্ম অবতার, আমি আর গাওয়া কোথা পাব? হুজুর আমি ওকে মারিনি, ও আমাকে গালাগাল দেওয়াতে ওকে আমি ঠেলে ফেলে দিছ্‌লুম তাই পড়ে-গিয়ে কে'টে গিয়েছে।

মাজি। (উকীলদ্বয়কে) টোমাদের এখন কিছু বোলবার আছে? ব'লো।

জৈন। হুজুর আসামী যে ফরিয়াদীকে মেরেছে তার আর অত্র সন্দ নাস্তি। প্রথমে ফরিয়াদীর এজাহারেই তা পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। দ্বিতীয়তঃ আমাদের সাক্ষী দুর্গাচরণ ঘোষের দ্বারা তা প্রমাণ হয়েছে। আর আসামী যা ব'লছেন যে উনি ফরিয়াদীকে মারেননি। ঠেলে ফেলে দিছ্‌লেন, তা হুজুর আদালতের কথন বিশ্বাস যোগ্য হতে পারে না, আর সে ঠেলে ফেলে দেবার প্রমাণই বা কৈ? আসামীর কোন সাক্ষী নাই, আর আমাদের প্রধান সাক্ষী—সে তৎকালে মারপিট স্থলে হাজির ছিল, সমস্তই দেখেছে। হুজুরে আর একটা নিবেদন এই যে আমার মক্কেল যে আসামীকে গালিগালাজ ক'র্‌বে তা কথন সম্ভব হয় না কারণ ফরিয়াদী শূদ্দুর আর আসামী ব্রাহ্মণ।

মাজি। টুমি ও কঠা কেন ব'লো? টোমার গাওয়াই ত ব'লে গেল যে ও আসামীকে গাল ডিয়েছে।

জৈন। আচ্ছা তবে হুজুরের যা বিবেচনা হয়। তার পর আমাদের সাক্ষী, ডাক্তার বাবুর জবানবন্দীতে প্রকাশ পেয়েছে যে ফরিয়াদী সাংঘাতিক আঘাত পেয়েছিল ও তেইশ দিন পর্য্যন্ত কোন কায কর্ম্ম কত্তে পার্‌ত না। অতএব এই সকল প্রমাণ সত্তে এ উত্তমই প্রকাশ পাচ্চে যে ঐ আসামী কর্ত্তৃক ফরিয়াদী আঘাত প্রাপ্ত হ'য়েছে এবং আসামীর অপরাধও প্রমাণ হ'য়েছে।

বি। (উত্থিত হইয়া শুষ্ক কণ্ঠে) হুজুর, এঁ—হেঁঃ এ মোকদ্দমা সম্পর্কে আমার আর অধিক কিছু বল্‌বার প্রয়োজন করে না (পিনাল কোড খুলিয়া) ফরিয়াদি ৩২০ ও ৩২২ ধারা অনুসারে আসামীর নামে চার্য্য এনেচে, কিন্তু দেখা যাক্ ফরিয়াদি আসামীর অফেন্স প্রুভ্ কত্তে পেরেছে কিনা। ফরিয়াদীর সাক্ষী দুর্গাচরণের দ্বারা প্রমাণিত হয়েচে যে ফরিয়াদী আসামীকে গালি গালাজ করে অতএব দেখা যাচ্চে যে, যদিও আসামী আঘাত ক'রে থাকে, তাও On grave and sudden provocation. দ্বিতীয়তঃ আসামীর আঘাত কর্‌বার Intention ফরিয়াদী কি প্রমাণ করেচে আর ওর যে সাক্ষী সে একজন সামান্য লোক এবং ওর ভাই; এতে দেখা যাচ্চে যে এত Interested উইটনেসের কথা কখন আদালত বিশ্বাস ক'ত্তে পারেন না। আরও এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে এই এক আমার বক্তব্য আছে যে আমরা কোন সাক্ষী হাজির করি নাই কারণ এই মোকদ্দমায় সাক্ষী দিবার কোন আবশ্যক করে না। যখন *Prima Faci* Case establish ক'ত্তে ফরিয়াদী অক্ষম হয়েছে তখন আমরা কি Disprove ক'র্‌ব? এই সকল প্রেমিসে আমার বোধ হয় যে আসামীর অপরাধ প্রমাণ হয় নাই। (উপবেশন ও রুমাল দিয়া মুখ মার্জ্জন।)

মাজি। (রায় লিখন ও আসামীর প্রতি) ডেখ আমার মটে টোমার অপরাড প্রমাণ হোয়েছে। অতএব হুকুম হইল যে টোমার ডু মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিট

মিয়াড হয় ও পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হয়। আর তুমি জরিমানা দিতে অক্ষম হইলে আরও এক মাস মিয়াড হয়।

নিত্য। (কাঁদিতে কাঁদিতে) হুজুর আমি ত মারি নি।

পেস্কার। কে আছ হেথা আসামীকে নিয়ে যাও।

[দুই জন পাহারাওয়ালার প্রবেশ]

বি। (স্বগতঃ) হায় এত চেষ্টা করেও বাবাকে ছাড়াতে পাল্লুম না। বাবাকে কয়েদে যেতে হ'লো। (ম্লান ভাবে অবস্থিতি ও দীর্ঘ নিশ্বাস অনন্তর নিত্যানন্দকে প্রকাশ্যে) কাঁদেন কেন? মোকদ্দমার আপীল ক'রেবা।

নিত্যানন্দের হাত ধরিয়া পাহারাওয়ালা দিগের গমন।

বি। (নিত্যানন্দের পশ্চাৎ গমন করিতেকরিতে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক।) হাকিম অন্যায় কল্লেন বৈত নয়। না হলে মোকদ্দমাত জিতে ছিলুম। আচ্ছা আপীলে এঁর রায় কেমন টেঁকে দেখা যাবে।

নিত্য। বিনেরে তোরে অনেক দুঃখে লেখা পড়া শিখিয়েছিলুম তার কিছু—

[পাহারা ওয়লাদ্বয়ের নিত্যানন্দকে লইয়া প্রস্থান ও বিনোদের তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ ২ প্রস্থান।]



তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

জজের আদালত—এজলাস ঘর।

[বিনোদ, নফর ও মোহনলালের প্রবেশ]

মো। কার হুকুমে তুমি টাকা নাও?

বি। আমার ওকালতনামা আছে।

মো। কে তোমাকে ওকালতনামা দেছে?

বি। কেন, তোমার ভাই রামলাল—

মো। সে দেছে আমার কি? আমার ত তুমি উকিল নও।

বি। আমার ফী বাকি ছিল।

মো। (ক্রুদ্ধভাবে) তোমার ফী বাকি ছিল, তা আমার কি? তার সঙ্গে ব'ঝাপড়া করগে—

বি। আমি রামলালের টাকা নিয়েছি, তোমার নিইনি।

মো। আমার নাওনি? সত্যি বল্‌চ? চল দিকি নাজিরের কাছে।

বি। আমার এত দায় পড়েনি নাজিরের কাছে যেতে—

মো। এখন তুমি আমার টাকা দেবে কি বল?

বি। কে তোমার টাকা ধারে?

মো। ফের ব'ল্‌চ তুমি আমার টাকা নাওনি?

বি। (চক্ষু রাঙ্গাইয়া) যা—যাঃ, বিরক্ত করিসনে, এখন জজ আসবার সময় হ'য়েছে।

মো। আসুন না কেন জজ—আমি তাঁরই সাক্ষাতে ব'ল্‌চি।

বি। উঃ, জজ তোর হাতধরা?

মো। তোরই বড় হাত ধরা—এখন টাকা দিয়ে কথা কঃ—

বি। ফের ব'লচি আমার কাছ থেকে চলে যা—যদি তোর টাকা নিয়ে থাকি আমার নামে নালিস ক'র্‌গে।

মো। আচ্ছা, তুই কেমন জোচ্চর উকীল তা আমি দেখ্‌ব,—তুই আদালত থেকে টাকা উঠিয়ে নিয়ে ক'দিন খাবি?

বি। দেখিস্‌—

[মোহনের প্রস্থান]

[জজের প্রবেশ ও চেয়ারে উপবেশন,]

[অনন্তর বিনোদের অন্য চেয়ারে উপবেশন।]

নফ। (বিনোদকে) এই বারে আমাদের মোকদ্দমাটা পাকে প্রকারে তুলে দিন।

বি। দিচ্চি দাঁড়ান্‌, জজ একটু জিরুন্‌।

জজ। (বিনোদকে) টোমার কি মোকড্‌ডমা আছে?

বি। (শঙ্কিতভাবে দণ্ডায়মান) হুজুর, নিত্যানন্দ নামে একটী আসামীকে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ছ মাস কঠিন

পরিশ্রমের সহিত মিয়াদ ও পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করে ছেন; তা সেই হুকুম রদের নিমিত্ত, আপীল, হুজুর আদালতে রুজু করা হয়েছে এবং অদ্য সেই মোকদ্দমা পেষ হবার দিন ধার্য্য আছে।

জজ। (রায় পাটানন্তর) আচ্ছা টোমার মোকড্ডমা ব'লো।

বি। হুজুর, ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে ফরিয়াদী হরমোহন ঘোষ, আসামী নিত্যানন্দের নামে ৩২০। ৩২২ ধারা মতে গ্রিভাস্ হার্টের এই চার্য আনে যে, আসামী ২০ শে নভেম্বর তারিখে তাহার রগে থড়ম মারিয়া তাহার রগ ফাটাইয়া দিয়াছিল এবং উক্ত চার্য্ প্রমাণ করিবার জন্য সে একটী মাত্র সাক্ষী হাজির করিয়াছে। হুজুরের ইহা দৃষ্ট হইবে যে সে সাক্ষী ফরিয়াদীর ভ্রাতা, আর সে আসামীকে মারিতে দেখে নাই। তাহার জবানবন্দীতে স্পষ্ট দৃষ্ট হইবে যে আসামী যখন মারিতে আসিয়াছিল তৎকালে ঐ সাক্ষী পলায়ন করে। আরও, হুজুর দেখিবেন যে ঐ সাক্ষী অতি ছোট লোক, তার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় না।

জজ। কেন? সে যে মিঠ্যা ব'লেচে, টা টুমি কেমনে জান্‌লে?

বি। আর আসামী ভদ্রলোক। তার এজাহারে স্পষ্ট দেখা যাচ্চে যে, সে ফরিয়াদীকে মারে নাই; ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল।

জজ। টাহার প্রমাণ আসামী কি ডিয়েচিল? আর রেকর্ডে, আসামীর এজাহার "নট গিল্টি" আচে।

বি। হুজুর, যখন ফরিয়াদীর সাক্ষী আসামীকে মারিতে দেখে নাই ও, আসামী ঠেলিয়া দিয়াছিল তখন, হুজুরের বোধ হইতে পারে যে, ফরিয়াদীর রগ্ ইটে কাটিয়া গিয়াছে।

জজ। (ক্রুদ্ধভাবে) Oh, it is a nice inference. He must be a fool who says so. কেমন ক'রে আমার টা বিশ্বাস হ'বে।

বি। (ভয়ে ধর্ম্মাক্ত কলেবর)

নফ। (আস্তে আস্তে বিনোদকে) অমন ক'রে ঘামচেন কেন?

বি। (জনান্তিকে) দেখচ ত জজের সঙ্গে কেমন ল'ড়চি, এমন ক'ল্লে আর ঘাম বেরুবে না?

জজ। আর কিছু ব'লবে। Then go on

বি। হুজুর, আর সেই উণ্ড, কিছু ডেঞ্জারস্ ছিল না। যদি ডেঞ্জারস্ হইত তাহা হইলে ফরিয়াদী মরিয়া যাইত।

জজ। (বিরক্তভাবে) টুমি এমন প্লীডিং কোঠা শিখেচ? টুমি কি ডাক্তরের চেয়েও ভাল জান?

বি। (উপবেশন)

জজ। (রায় লিখন) আসামীর ছ'য় মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত মিয়াড হইল আর ফাইন পঞ্চাশ টাকাই রহিল। ফাইন না ডিলে এক মাস মিয়াড্ বাহাল থাকিল।

নফ। (জনান্তিকে) কি হ'ল! হিতে বিপরীত!!

বি। (বিমর্ষ ভাবে ও জনান্তিকে) আহা আপীল যদি না কত্তুম তা হলে নিত্যানন্দের দুই মাসই থাক্‌ত,— আমার দোষ কি বল? সেই ম্যাজিষ্ট্রেট বেটাই সব খারাপ ক'রে রেখেছে। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)

নফ। আর মশাই "শতে মারি ভবেৎ বৈদ্য", যা হবার তা হয়ে গেছে আপনি ত কিছু পেয়েচেন। আমাদের উকীল মোক্তারের টাকা হ'লেই হ'লো; এত আর বাঁপ ভাই নয়।

বি। (অঙ্গুলি কামড়াইতে কামড়াইতে ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া নফরের সহিত প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিনোদের শয়ন ঘর।

[বিনোদ শয্যোপরি আসীন।]

বি। (বিষণ্ণ ভাবে স্বগত) "সো কজ্‌ হোয়াই ইউ স্যাল নট বি ডিসবার্ড্‌" উঃ (দীর্ঘনিশ্বাস) বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! বিপদের উপর বিপদ! (বাষ্পাকুলিত লোচনে)। এই বারে কি আমার ভবিষ্যতের আশা ভরসা

একেবারে উন্মূলিত হবে! (চক্ষু মার্জ্জন ও দীর্ঘনিঃশ্বাস।) হাঃ হ, এমন নিদারুণ কায বিষম শত্রুও তার শত্রুর উপর করে না। আমার অন্নের হন্তারক হ'লো! একি তাদের ধর্ম্মে সৈবে।

[শরৎকুমারীর প্রবেশ]

শর। (দৃষ্টি করিয়া) আজ যে বড় মুখখানি ভার ভার দেখ্‌ছি; কেন হয়েছে কি?

বি। (শরৎকে দেখিয়া রোদন)

শর। (উদ্বিগ্না ও নিকটে গমন) কাঁদচো যে? কেন কাঁদচো?

বি। (নিস্তব্ধ।)

শ। ঠাকুর, কয়েদ হ'য়েচেন ব'লে কাঁদচ? (দীর্ঘনিঃ-শ্বাস) তা আর কেঁদে কি ক'রবে বল, তাঁর কপালে যা ছিল তাই হ'য়েচে। (পুনঃ দীর্ঘ নিঃশ্বাস) তুমি অমন ক'রে কাঁদলে ঠাক্‌রুণ যে অস্থির হবেন! ব্রাহ্মণ কন্যার সে দিন থেকে আর পেটে ভাত পড়ে নি। ছি অমন করে কেঁদ না।

বি। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ও স্বগত) হাইকোর্ট, কি এমন আমার গুরুতর অপরাধ দেখলেন যে একেবারে আমাকে ডিসবার কত্তে উদ্যত হ'লেন। আমি তাদের কাছে ফী পেতুম তাই টাকা উঠিয়ে নিইছি, এই অপরাধে আমার এই সর্ব্বনাশ হ'লো! এখন যে কি "কজ সো" ক'রবো তা ভেবে ঠিক পাই নে। হা বিধাতা আমার অদৃষ্টে কি এত বিড়ম্বনা লিখেছ? হায় এমন কায ক'ত্তে আমার

কেন দুর্ব্বুদ্ধি হ'লো। আমি অল্প টাকার তরে আমার ভাবি উন্নতির আশা সব হারালুম (দীর্ঘনিঃশ্বাস।)

শর। কেন ভাবছ? কিসের ভাবনা? আমি ঠাক্‌রুণকে ডেকে আনি।

[প্রস্থান।]

বি। না—না—(স্বগত) হাঃ হ্‌, পিতা মাতার আমি একমাত্র অবলম্ব ছিলুম। তাঁরা সর্ব্বস্বান্ত হয়ে আমাকে উকীল ক'ল্লেন, আর এখন তাদের এক কথাতেই কি না সব ভস্মে ঘৃতাহুতি হ'লো! (দীর্ঘনিঃশ্বাস) বাবা কয়েদে রয়েছেন, কিসে যে পরিবার প্রতিপালন হবে তারও কোন উপায় দেখিনি। আর এমন আমার সহায়ই বা কে আছে যে কোন স্থলে আমায় একটু চাকৃরী করে দেয়। চারিদিকেই শঙ্কট! যে টাকাগুলি ফী পেয়েছিলুম, সে গুলি ফুরিয়ে গেলে অন্নাভাবে দেখ্‌ছি মারা যেতে হবে। এমন অর্থ সঙ্গতিও নাই যে আমার পক্ষে একজন ভাল উকীল নিযুক্ত ক'রে এ ঘোর বিপদ হতে উদ্ধার পাই। হায়, শেষে যে এমন বিপদে পড়তে হবে তা আমি একবারও মনে করি নি।

[হরিদাসীর প্রবেশ ও শরতের কবাটের বহির্দ্দেশে শ্রবণৌৎসুক্যে দণ্ডায়মানা।]

হরি। বাবা, তুমি কি কাঁদ্‌চ?

বি। (আস্তে আস্তে) না।

হরি। তবে অমন করে বসে র'য়েচ যে?

বি। (নিস্তব্ধ)

হরি। (বাষ্পাকুল লোচনে ও গদ্‌গদ কণ্ঠে) বাবা, আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা কেন দাও? কেন সেই মুকুয্যেদের নালিশের কিছু হ'য়েছে কি?

বি। (আস্তে আস্তে) না।

হরি। তবে কি হয়েছে, বল?

বি। (আস্তে আস্তে) ব'লব আর কি আমার মাথা। জন্মের মতন গেলুম আর কি?

হরি। (সৌৎসুক্যে) সে কি?

বি। আমি একটা মোকদ্দমা পেয়েছিলুম, তাইতে এক পক্ষে দু'জন ফরিদী ছিল। তার মধ্যে একজন আমাকে উকীল দেয়। তার পর সেই মোকদ্দমায় আমাদের জিত হ'লো। কিন্তু আমার মক্কেল আমাকে তখন টাকা দেয় নি। তার পর যখন আসামীরে আদালতে টাকা জমা দিয়ে যায় তখন আমি সব টাকা সেখান থেকে উঠিয়ে নিইছি।

হরি। তাতে হয়েছে কি?

বি। তাইতে মোহন লাল ব'লে একটা লোক আমার নামে হাইকোর্টে গিয়ে লাগিয়েছে যে, আমি আদালত থেকে সমস্ত টাকা তুলে নিয়ে তাদের দিই নি। সেই জন্যে হাইকোর্ট থেকে আমার উপর হুকুম এসেছে যে কেন তোমাকে ওকালতি কায থেকে তাড়িয়ে না দেওয়া হবে তার কারণ দেখাও।

হরি। (সবিস্ময়ে) ওমা—এই অপরাধে তোমাকে তাড়িয়ে দেবে? (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ) তা যদি আর ওকালতি নাই ক'ত্তে দেয়, তবে কি আর তুমি অপর চাকরী কত্তে পাবে না? তার জন্যে চিন্তে কি? যখন তোমার নেকা পড়া হ'য়েছে তখন বনে থাক্‌লেও অন্ন হবে।

বি। চাক্‌রি হবে না কেন? তবে এতে যতদূর আশা ছিল, তা আর হবে না।

হরি। বাবা, যদি তোমার কপালে টাকা থাকে তবে যে কাযই কর তাইতে টাকা হবে। আর আমাদের সর্ব্বস্ব গেছে না যেতে আছে। চাকরি হওয়া পর্য্যন্ত কি আর তোমাকে খাওয়াতে পার্‌বো না?

বি। (নিস্তব্ধ)

হরি। আর এই ত তুমি এত দিন বেরুচ্চ, তা কৈ কি রোজগার করেছ? আমি যা ভেবে ছিলুম তা ত আর হ'লো না! এ ছাই কাযের চেয়েও যদি এদ্দিন কোন চাকরি ক'ত্তে তা হলে কত টাকা জমাতে পাত্তে। তার জন্যে আর কান্না কেন। ওঠো বাবা, ঐ ঘোষালদের বাড়ী গিয়ে একটু ব'সগে। দশ জনকে দেখে মনের কষ্ট যাবে এখন।

[বিনোদের গাত্রোত্থান ও ধীরে ধীরে দ্বার দেশে গমন]



দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গবর্ণমেণ্ট হাউসের দক্ষিণ দিকের পথ

[উমেদারের বেশে বিনোদের প্রবেশ]

বি। (স্বগতঃ) হায়! কাল কি কঠিন পড়েছে! এখন দেখছি চাকরী হওয়া বড় সুকঠিন। সহায় না থাকলে আর কায কর্ম্মের সুবিধা নেই। গোটা কতক পাস করে আমার কি হলো বল? পাস্ নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাব? কি আশ্চর্য্য এই যে ইউনিভার্সিটি থেকে বৎসর বৎসর হাজার হাজার ছেলে পাস হ'চ্চে এদের দশা হবে কি? কোথায় কায পাবে? আমাদেরি ত এই দশা! হায় কেন আর বাঙ্গালীরা আপনার আপনার ছেলেকে পাস করাতে খরচ করে তারা, যে টাকা গুলো ছেলেকে পাস্ করাতে খরচ করে, সেই টাকাতে যদি তারা তাদের আর কিছু ব্যবসায় শিখায় তা হলে পরিণামে কত ভাল হয়। হবেন কি না উকীল!!! যাদের কোথায় অন্ন ও নেই!! এই ত আমি সমস্ত দিন রৌদ্রে এ আফীস ও আফীস ক'রে বেড়ালুম কিন্তু কোথায়ও ত কর্ম্মের সুযোগ দেখলুম না। যেখানে যাই সেই খানেই শুনি যে আমরা এল এ, বি এ, নিয়ে কি ক'রবো? কাজের মানুষ চাই। হায় (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) যখন কালেজে পড়তুম তখন এক উচুঁ রকম মন ছিল। এখন তার আর কিছুই নেই।

[ভুবনের ও অন্য এক জন কেরাণীর প্রবেশ]

ভু। কি বিনোদ বাবু কোথা গি'ছিলেন।

বি। আর বাবু ব'লে কথা কও কেন ভাই ?

কে। (বিনোদকে) মশাই, আপনি না ওকালতি করেন ? আপনাকে যেন আদালতে দেখিছি বোধ হ'চ্চে।

বি। হাঁ৷ মশাই, আমি ওকালতি ক'ত্তুম।

কে। এখন করেন না ?

বি। না।

ভুবন। কেন ?

বি। আর ভাই সে দফা হ'য়ে গিয়েছে।

ভু। (সৌৎসুকে) কি হ'লো ?

বি। ডিসবার ক'রে দেছে।

ভু। (সবিস্ময়ে) ডিসবার ক'রে দেছে! বল কি ? না।

বি। হাঁ৷ আমি সত্য ব'লছি।

কে। কেন ?

বি। আর মশাই সে কথায় কায নেই।

ভু। তবে এখন গিছিলেন কোথা ?

বি। এই ভাই চাকরীর সন্ধানে বেড়াচ্চি।

কে। হাতে কি ?

বি। হ্যাণ্ড্ রাইটিং।

কে। কোথায় কোথায় দেখ্‌লেন ?

বি। এই পোষ্ট আফীস থেকে আরম্ভ ক'রে, কমিসেরিএট্ অফীস, মেডিকেল একজামিনারস্ অফিস, পাব-

লিক ওয়ার্কস্ নাগাৎ বেঙ্গল সেক্রেটারিএট্। এই সব খুঁচি। তোমাদের আফীসে কোন সন্ধান স্থলভ আছে?

ভু। এখন ত কোন স্থবিধাই নেই, তবে মাঝে মাঝে একস্‌ট্রা হ্যাণ্ড্ দরকার হয়, তখন কেলনার সাহেব আপনি একটা একজামিন করে যাঁদের সিলেক্ট করেন তাদের দরকার মতে কায দেন।

বি ((হাসিতে হাসিতে) আবার একজামিন্! আচ্ছা এমন কোন স্থবিধা নাই যে সেখানে গিয়ে কায কর্ম্ম শেখা যায়।

ভু। কায কর্ম্ম শেখবার আর কি? কাল থেকে আমার সঙ্গে বেরুলে, হ'তে পারে।

বি। আচ্ছা ভাই কাল তবে ঐ ন'টার মধ্যে তোমার বাড়ীতে যাব।

কে। মশাই, আপনি ত ডিসবার কেন হলেন বল্লেন না। আচ্ছা, যত দিন ওকালতি করেছিলেন তাতে কি রোজগার করেছেন?

বি। সে দুঃখের কথা আর কেন বলেন? আমি ত আমি যারা তিন চারি বৎসর রয়েছে তারাও মাসে দশ, পনর টাকা পায় কি সন্দেহ।

কে। বলেন কি? (হাস্য) তবে আর কেন ম'ত্তে লোক উকীল হয়?

বি। তাদের কপালের ভোগ। গাছতলায় বেড়াতে বেড়াতে প্রাণটা বেরিয়ে যায়। মশাই ব'লব কি, শামলা

বগলে করে সেই পাঁচ শ লোকের মধ্যে বেড়াতে এমনী লজ্জা ক'ত্তো যে এক একবার মনে হ'ত পৃথিবী তুমি দুভাগ হও আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি। লোকে বলে যে ওকালতি কায ভাল, কিন্তু ওতে প্রথমে যত কষ্ট আর অপমান সৈতে হয় এমন আর কিছুতে হয় না।

কে। তা বৈ কি। অনেক হ'লেই এই দুর্গতি হয়। যারে জিজ্ঞাসা করি মশাই কি করেন সেই বলে ওকালতি। তবে আর উকীল ধরবে কোথায়? আমরা ত তবে এর চেয়ে শত গুণে ভাল আছি, কি বল ভাই ভুবন? পেতুম ত্রিশ টাকা এখন ত চল্লিশ টাকা পাচ্চি। আর এই হাইকোর্টে গে দেখুন যে চ'লে গেলে দশটা শামলা ঠোকাঠুকী হয়ে যায়।

বি। মশাই এখন ওসব কথা যেতে দি'ন; কপালের গ্রহ ছিল দিন কতক ভুগে এলুম। এখন একটা কেরাণী গিরি পেলে দুটাকার মুখ দেখে বাঁচি। তা মশাই আপনাদের বলে রাখলুম কোন জায়গায় সন্ধান হ'লে আমাকে অনুগ্রহ করে একবার খবর দেবেন।

কে। আচ্ছা।

ভু। (স্বগতঃ) বড় যে ভাই কেরাণীগিরির মাথায় জুত মেরেছিলে! এখন!—(প্রকাশ্যে) এখন কি বাড়ী যাবেন?

বি। তোমরা এগোও

[কেরাণীদ্বয়ের প্রস্থান।]

বি। (স্বগত) রাম বলো। ভাগ্যিস টের পায় নি যে একবার কেলনার সাহেবের একজামিনে ফেল হয়ে ছিলুম। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) কপালে এত দুঃখও ছিল।

হায়, ওকালতী কাযে কেন আমি আসিলাম;
ইহা লাগি অনর্থক কেন ধন নাশিলাম;
এ কাযে অর্থের আশ কেন বৃথা করিলাম;
থাকিয়া আশার আশে কেন দিন হরিলাম।
বাঙ্গালী উকীল যেন আর কেহ হয় না,
দালালের পায়ে তেল যেন কেহ দেয় না,
শামলা মাথায় যেন, গাছতলে বসে না;
উকীলের দশা দেখে লোকে যেন হাঁসে না।
মোক্তারের পেছু পেছু আর যেন ধায় না,
কুকুর সমান যেন আর তাড়া খায় না।
নিরাশ্রয়, যেন আর রোদে টোটো করে না,
সময়ে সময়ে যেন মরমেতে মরে না।

